بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

এই উক্তি পড়ে আমাদের কেঁপে উঠা উচিত যে—মুমিন তারাই, যারা নামাযে নিয়মিত, নতুবা তাঁর এবং একজন অস্বীকারকারীর মাঝে কোন পার্থক্য নেই

আমরা যদি মসজিদ নির্মাণ করে থাকি তাহলে মসজিদের অধিকার রক্ষা করাও আমাদের জন্য আবশ্যক। নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করাও আবশ্যক। নিজে পুণ্যকর্ম করা, নিজেদের চরিত্রকে উন্নত করা এবং অন্যদেরকেও পুণ্যকর্ম করাতে উৎসাহিত করা প্রয়োজন

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক জার্মানীর মেহদিয়াবাদে প্রদত্ত ২৫ অক্টোবর ২০১৯ এর খোতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করে বলেন,

اَلَّذِیۡنَ اِنۡ مَّکَّنّٰہُمۡ فِی الۡاَرۡضِ اَقَامُوا الصَّلٰوۃَ وَاٰتَوُا الزَّکٰوۃَ وَاَمَرُوۡا بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَنَہَوۡا عَنِ الۡمُنۡکَرِ ؕ وَلِلّٰہِ عَاقِبَۃُ الۡاُمُوۡرِ

(সূরা আল্ হাজ্জ: ৪২)

অর্থাৎ এরা সেসব মানুষ, যাদের আমরা পৃথিবীতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করলে তারা নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দিবে আর ভালো কাজের আদেশ দিবে ও মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে। আর সব কাজের (শুভ)পরিণাম আল্লাহ্রই হাতে।

এ আয়াতে আল্লাহ্তা'লা মু'মিনদের এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, সত্যিকার মু'মিন তারা, যারা ক্ষমতা লাভ করলে, দুর্বলতা এবং উৎকণ্ঠার পর নিরাপত্তা লাভ হলে, অনুকূল পরিবেশ লাভের পর স্বাধীনভাবে নিজেদের ইবাদত এবং ধর্ম-পালনের পরিবেশ লাভ হলে নিজেদের কামনা-বাসনা এবং স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রতি মনোযোগী হয় না বরং নামায কায়েম করে, নিজেদের নামাযের প্রতি মনোযোগী হয়ে থাকে, নিজেদের মসজিদ আবাদকারী হয়ে থাকে, মানবসেবী হয়, খোদাভীতির সাথে দরিদ্র এবং মিসকীনদের জন্য নিজেদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে থাকে, ধর্ম-প্রচারের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে, আল্লাহ্তা'লার ধর্মের প্রচারের লক্ষ্যে নিজের সম্পদ থেকে ব্যয় করে সম্পদকে পবিত্র করে। সৎকাজের প্রতি নিজেরাও মনোযোগ দেয় আর অন্যদেরও সৎকাজ করার এবং আল্লাহ্তা'লা ও তাঁর বান্দাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে। নিজেরাও মন্দকাজ থেকে বিরত থাকে আর অন্যদেরও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে। আর এসব কাজ যেহেতু তারা খোদাভীতির কারণে আল্লাহ্তা'লার নির্দেশ মানার প্রেরণায় করে, তাই আল্লাহ্তা'লাও তাদের কর্মের সর্বোত্তম ফলাফল প্রকাশ করেন, কেননা সবকিছুর ফলাফল খোদাতা'লাই নির্ধারণ করেন। অতএব যেকাজ খোদার নির্দেশনায়, তাঁর আদেশে ও তাঁর ভয় হৃদয়ে ধারণ করে করা হয় নিশ্চিতরূপে এর পরিণাম উত্তমই হবে।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, আপনারা এখানে মেহদিয়াবাদ-এ মসজিদ নির্মাণ করেছেন। এ মসজিদের উদ্বোধন হয়েছে। আল্লাহ্তা'লার কৃপায় জার্মানির জামা'ত শত মসজিদ (নির্মাণ) প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন (স্থানে) মসজিদ নির্মাণের তৌফিক লাভ করেছে। অতএব প্রত্যেক আহমদীর স্মরণ রাখা উচিত যে, তাদের উদ্দেশ্য কেবল মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমেই পূর্ণ হবে না, বরং তখন পূর্ণ হবে যখন তারা একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ্তা'লার ইবাদতের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করবে এবং নামায প্রতিষ্ঠিত করবে, বাজামা'ত নামাযের জন্য মসজিদে আসবে।

মুত্তাকীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেন, ويقيمون الصلوٰة তারা করে অর্থাৎ তারা নামাযকে দাঁড় করায়। মুত্তাকী খোদাতা'লাকে ভয় করে এবং নামাযকে ক্বায়েম বা প্রতিষ্ঠিত করে। এই অবস্থায় বিভিন্ন প্রকার কুধারণা এবং বিপদাপদ দেখা দিয়ে তার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। একজন মুত্তাকী, মনের এই দোদুল্যমানতায়ও নামাযকে ক্বায়েম করে বা দাঁড় করায়। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, আর মানুষ যদি অবিচলতার সাথে নামাযের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, যদি এই চেষ্টায় রত থাকে যে, আমাকে আমার নামাযের উন্নত মান অর্জন করতেই হবে; তাহলে এমন একটি সময় আসে যখন আল্লাহ্তা'লা নিজ বাণীর মাধ্যমে হেদায়েত প্রদান করেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন, বাহ্যিক খাবার ছাড়া যেভাবে কোন জীবন টিকে

থাকতে পারে না অনুরূপভাবে নামায ছাড়াও জীবন টিকে থাকতে পারে না। বরং এটি এমন খাবার, যা খেলে স্বাদও লাভ হয়। কেননা, সে পরম আগ্রহভরে তা পান করে এবং পরিতৃপ্তির সাথে তা উপভোগ করে। মু'মিন-মুত্তাকী নামাযে স্বাদ লাভ করে। তাই নামায খুবই সাজিয়ে গুজিয়ে ও সুন্দর করে পড়া উচিত। তিনি বলেন, সকল উন্নতির মূল ও সোপান হলো নামায। এজন্যই বলা হয়েছে যে, নামায মু'মিনের মে'রাজস্বরূপ আর এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌তা'লা পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব ।

হুযুর (আইঃ) বলেন, তাই আমাদের মসজিদ যদি নির্মিত হয় তাহলে তা যেন এমন নামায আদায়ের জন্য নির্মিত হয়। আমরা মসজিদ নির্মাণের প্রতি মনোযোগী হলে তা যেন এই মে'রাজ অর্জন করার উদ্দেশ্যে হয়। এটিই সেই মাধ্যম যা আমাদেরকে আল্লাহ্‌তা'লা পর্যন্ত নিয়ে যায় এবং খোদাতা'লার সাথে বাক্যালাপের সুযোগ লাভ হয়। অতএব, এই মর্যাদা কীভাবে লাভ হবে- এটি ভেবে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। অবিরাম চেষ্টা-সংগ্রামের ফলে আল্লাহ্‌তা'লা এই মর্যাদা দান করেন। অনেকেই প্রশ্ন করে বা এখনো আমার কাছে লিখে যে, নামাযে মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে না। অতএব এর চিকিৎসা হলো, চেষ্টা করে বার বার মনোযোগ ধরে রাখা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেন, এটিও আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহ ও কৃপা যে, মানুষ এসব প্ররোচনায় পরাজিত হয় না। তিনি বলেন, মানুষ যদি এসব কুপ্ররোচনাকে নিজের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে না দেয় তাহলে এটিও একটি পুণ্যের অবস্থা। তিনি বলেন, নফসে আম্মারা বা অবাধ্য প্রবৃত্তির বশে জীবনযাপনকারীরা তো বুঝেই না যে, পাপ কী জিনিস। নফসে লাওওয়ামার অবস্থা হলো মানুষ পাপ করে কিন্তু পাপ করে সর্বদা ভয় পায় এবং অনুশোচনা করে। অতএব, নফসে লাওওয়ামার অবস্থায় মানুষ পাপ বা মন্দকর্ম করে বসলে লজ্জিত হয়, বিচলিত হয়, উপলব্ধি করে, এর দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়ার পর সেটিকে তিরষ্কার করে। আল্লাহ্‌তা'লা এর জন্যও তাকে পুণ্য দান করেন। এমন ব্যক্তি প্রবৃত্তির দাস নয়। তাই মানুষের ক্লান্ত হওয়া উচিত নয়। সিজদায় يا حي يا قيوم برحمتك استغيث এই দোয়া বেশি বেশি করে পাঠ কর। ত্বরাপরায়ণতা প্রদর্শন করবে না। বহু বছরের শ্রম এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টার পর অবশেষে শয়তানের আক্রমণ দুর্বল হয়ে যায় আর সে পলায়ন করে। কিন্তু যদি ত্বরাপরায়ণতা প্রদর্শন করা হয় আর নামায প্রতিষ্ঠা করার পরিপূর্ণ প্রচেষ্টা না করা হয় তাহলে মানুষ শয়তানের থাবায় ধৃত হয়। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, মানুষ যদি কেবল বস্তুজাগতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যই দোয়া করতে থাকে তাহলে এমন দোয়া আল্লাহ্‌তা'লা গ্রহণ করেন না। হ্যাঁ, আল্লাহ্‌তা'লার কাছে যদি নিজের আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় উন্নতি যাচনা করা হয়, আল্লাহ্‌তা'লার নৈকট্য যাচনা করা হয়, তবেই আল্লাহ্‌তা'লা সেই ব্যক্তির জাগতিক চাহিদাও পূর্ণ করে দেন।

হযরত আক্বদাস মসীহ্ মওউদ (আঃ) এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, নামাযে দোয়া এবং দরূদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আর এগুলো আরবী ভাষায় (পড়তে হয়), কিন্তু নামাযে নিজের ভাষায় দোয়া করা তোমাদের জন্য অবৈধ নয়। যেমন তিনি সূরা হূদএর ১১৫ আয়াতে বলেন, ان الحسنات يذهبن السيئات অর্থাৎ দূর করে। এখানে الحسنات এর অর্থ হলো নামায, আর বিনয় ও বিগলন নিজ ভাষায় দোয়া করার মাধ্যমে অর্জিত হয়। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, সর্বোত্তম দোয়া হলো সূরা ফাতিহা, কেননা এটি সকল দোয়ার সমষ্টি। সূরা ফাতিহার ৬ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের একটি দোয়া শিখিয়েছেন, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ তোমরা খোদার সাথে সাক্ষাতের সিরাতে মুস্তাকীম অন্বেষণ কর এবং দোয়া কর, হে আল্লাহ্! আমি তোমার পাপী বান্দা আর নিগৃহীত অবস্থায় আছি, তুমি আমাকে পথ দেখাও। ছোট ও বড় সকল প্রয়োজনের জন্য নির্দ্বিধচিত্তে খোদা তা'লার কাছে যাচনা কর, কেননা তিনিই প্রকৃত দাতা। সে-ই অত্যন্ত পুণ্যবান যে অনেক বেশি দোয়া করে, কেননা যদি কোন কৃপণের দ্বারে, অর্থাৎ কোন হাড়কিপটে লোকের দ্বারেও কোন ভিক্ষুক প্রতিদিনই গিয়ে ভিক্ষা চায় তাহলে অবশেষে একদিন সে-ও লজ্জা পাবে। তাহলে খোদাতা'লার দরবারে যাচনাকারী, তাঁর কাছে কেন পাবে না? অতএব যাচনাকারী কখনো না কখানো অবশ্যই পায়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেন, স্মরণ রেখো! বয়আতের সময় তওবার অঙ্গীকারের ফলে এক বরকত সৃষ্টি হয়। এর সাথে যদি ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেয়ার শর্তকে সংযুক্ত করা হয় তাহলে উন্নতি লাভ হয়ে থাকে। কিন্তু প্রাধান্য দেয়ার এ বিষয়টি তোমাদের আয়ত্তাধীন নয় বরং ঐশী সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। এর জন্য আল্লাহ্‌তা'লার সাহায্য প্রয়োজন। যেভাবে তিনি বলেন, وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (সূরা আনকাবুত: ৭০)

অর্থাৎ, আর যারা আমাদের পথে চেষ্টাসাধনা করে অবশেষে তারা হেদায়েত লাভ করে। খোদার সাহায্য ছাড়া পরিবর্তন অসম্ভব। তাঁর সাহায্য প্রার্থনার জন্য, তাঁর কৃপা যাচনার জন্য অবশ্যই

দোয়া করতে হবে। এ কারণেই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠের আদেশ দেয়া হয়েছে যাতে ايّاك نعبد এরপর ايّاك نستعين বলা হয়েছে। অর্থাৎ ইবাদতও তোমারই করি এবং সাহায্যও তোমারই কাছে চাই। এতে দুটি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর তা হলো, প্রতিটি পুণ্য কাজে শক্তি-সামর্থ্য, চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও শ্রম-সাধনার সাথে কাজ করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ কৃষক যদি বীজ বপন করে চেষ্টা-প্রচেষ্টা না করে, তাহলে সে কীভাবে ফসলের আশা রাখতে পারে? ধর্মীয় কাজও অনুরূপ। এদেরই মাঝে মুনাফেক, এদেরই মাঝে অপদার্থ, এদেরই মাঝে পুণ্যকর্মশীল, এদেরই মাঝে ওলিআল্লাহ্, কুতুব এবং গউস সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর কতক এমনও আছে যারা চল্লিশ বছর পর্যন্ত নামায আদায় করে কিন্তু এখনও তাদের মাঝে প্রাথমিক অবস্থা-ই বিদ্যমান, কোন উন্নতি নেই। রমজান মাসের ত্রিশটি রোযা রেখেও কোন লাভ হয় না, অনেকেই বলে যে, আমরা বড়ই মুত্তাকী আর দীর্ঘ দিন যাবৎ নামায আদায় করছি, কিন্তু আল্লাহ্‌র সাহায্য আমাদের লাভ হচ্ছে না। এর কারণ হলো, তারা প্রথাগত ও অনুকরণের ইবাদত করে, শুধুমাত্র বাহ্যিক ইবাদত হয়, উন্নতির প্রতি কোন দৃষ্টি নেই। পাপের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখে না, প্রকৃত তওবার কোন আগ্রহ নেই। অতএব এরা প্রথম ধাপেই রয়ে যায়। এ ধরনের মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়। এমন নামায খোদার পক্ষ থেকে ধ্বংস ডেকে আনে। তা গৃহীত হয় না, বরং তাদের মুখের ওপর ছুড়ে মারা হয়। নামায তো সেটি, যা নিজের সাথে উন্নতি নিয়ে আসে। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, অতএব প্রথাগত ইবাদত করা উচিত নয়।এটি পরিবর্ত ন করতে হবে আর চিন্তা করতে হবে যে, এর কী কারণ, কেন আল্লাহ্‌তা'লার এই দাবি সত্ত্বেও যে, আমি নিজে দোয়া গ্রহণ করে থাকি, আমার দোয়া গৃহীত হচ্ছে না? সুতরাং ইবাদত সেটি-ই যার মাধ্যমে আল্লাহ্‌তা'লার নৈকট্য লাভ হয়।

পুনরায় নামাযের তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আঃ) বলেন, নামায প্রকৃতপক্ষে দোয়া; নামাযের এক একটি শব্দ যা বলা হয়, এর উদ্দেশ্য দোয়া-ই হয়ে থাকে। যদি নামাযে মন না বসে তবে শাস্তির জন্য প্রস্তুত হয়ে যাওয়া উচিত; কেননা যে ব্যক্তি দোয়া করে না, সে স্বয়ং ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হওয়া ছাড়া আর কি-ই বা করে? খোদাতা'লতো মানুষকে সবসময় আরাম দেয়ার জন্য প্রস্তুত, শর্ত হলো মানুষের তাঁর কাছে আবেদন করা। দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য আবশ্যক হলো অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা এবং খুব জোর দিয়ে দোয়া করা; কেননা পাথর যখন সজোরে অন্য পাথরের উপর পড়ে, তখনই স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হয়।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, অতএব আমরা যখন নিজেদের মাঝে এই অবস্থা সৃষ্টি করব, অর্থাৎ আমাদের নামাযও এবং আমাদের কর্মও খোদাতা'লার সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে যদি হয়, তখন খোদাতা'লাও আমাদের ভয়-ভীতিকে সর্বদা নিরাপত্তায় পরিবর্তন করতে থাকবেন। মহানবী (সা.)-এর এই উক্তি সর্বদা আমাদের দৃষ্টিপটে রাখা প্রয়োজন যে, কুফর এবং ঈমানের মধ্যে যে বিষয়টি পার্থক্য করে তা হচ্ছে নামায পরিত্যাগ করা। কুফর এবং ঈমানের মধ্যে কোন বিষয়টি পার্থক্য সৃষ্টি করবে? এ বিষয়টিই যে, সে নামায ছেড়ে দিয়েছে। সুতরাং এই উক্তি পড়ে আমাদের কেঁপে উঠা উচিত যে, মুমিন তারাই যারা নামাযে নিয়মিত, নতুবা তার এবং একজন অস্বীকারকারীর মাঝে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং আমরা যদি মসজিদ নির্মাণ করে থাকি তাহলে মসজিদের অধিকার রক্ষা করাও আমাদের জন্য আবশ্যক। নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করাও আবশ্যক। নিজেদের আর্থিক কুরবানীর প্রতি মনোযোগ দেয়া জরুরী। নিজে পুণ্যকর্ম করা, নিজেদের চরিত্রকে উন্নত করা এবং অন্যদেরকেও পুণ্যকর্ম করাতে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। এখানকার পরিবেশের মন্দ দিকসমূহ থেকে নিজেরা দূরে থাকা এবং অন্যদের দূরে রাখা প্রয়োজন, নতুবা আমাদের বয়আতের অঙ্গীকারও শুধুমাত্র মৌখিক বয়াতের অঙ্গীকার বলে পরিগণিত হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেন, জামা'তের সংখ্যাধিক্য কখনো আনন্দের কারণ হয় না। জামা'ত তখনই প্রকৃত জামা'ত বলে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য হতে পারে যদি (জামা'তের সদস্যরা) বয়আতের বাস্তবতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। সত্যিকার অর্থেই তাদের মাঝে যদি এক পবিত্র পরিবর্ত ন সৃষ্টি হয় এবং তাদের জীবন পাপাচারের কলুষথেকেএকেবারে পবিত্র হয়ে যায়। হাক্কুল্লাহ্(আল্লাহ্‌তা'লার প্রাপ্য) ও হাক্কুল ইবাদকে (বান্দাদের প্রাপ্য) উদারচিত্তে ও পরিপূর্ণরূপে আদায় করে। ধর্মের স্বার্থে এবং ধর্মের প্রচার-প্রসারের জন্য তাদের মাঝে যদি এক প্রকার ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয়। নিজ কামনা-বাসনা, সংকল্প এবং অকাঙ্ক্ষা সমূহকে বিলীন করে দিয়ে তারা খোদাতা'লার হয়ে যায়। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আমাদের জামা'তের সদস্য আর অন্যদের মাঝে যদি কোন পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য না থাকে তাহলে আল্লাহ্‌তা'লা কারো আত্মীয় নন। তিনি বলেন,

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (সূরা মায়েদা: ২৮)

অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই মুত্তাকী যে আল্লাহ্‌তা'লার ভয়ে ভীত হয়ে এমন সব বিষয়কে পরিত্যাগ

করে যা আল্লাহ্‌তা'লার ইচ্ছার বিরোধী। দোয়াতেও যতক্ষণ সত্যিকার ব্যাকুলতা এবং উৎকণ্ঠা প্রকাশ না পাবে ততক্ষণ তা সম্পূর্ণ নিষ্ফল ও নিরর্থক কাজ।দোয়া গৃহীত হবার জন্য বিগলন হলো শর্ত। যেমনটি বলা হয়েছে, أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ (সূরা নমল: ৬৩)।

অর্থাৎ কে নিরুপায় ব্যক্তির দোয়া শ্রবণ করে যখন সে খোদার কাছে দোয়া করে এবং তার কষ্ট দূর করে? এরপর তিনি বলেন, স্ত্রী-সন্তানদের সংশোধন করাও তোমাদের কর্ত ব্য। তিনি বলেন, খোদাতা'লার সাহায্য তারাই লাভ করে যারা পুণ্যকাজে সর্বদা সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে। আল্লাহ্‌তা'লা পবিত্র কুরআনে এ দোয়া শিখিয়েছেন, وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي (সূরা আহকাফঃ১৬) অর্থাৎ আমার স্ত্রী সন্তানদেরও সংশোধন কর। নিজ অবস্থার পবিত্র পরিবর্তন এবং দোয়ার পাশাপাশি নিজ সন্তানসন্ততি ও স্ত্রীর জন্যও দোয়া করা প্রয়োজন। কেননা সন্তান ও স্ত্রীর কারণেই মানুষ অধিকাংশ ফিতনায় (অর্থাৎ পরীক্ষায়) নিপতিত হয়। তাই তাদের (অর্থাৎ স্ত্রী-সন্তানের) সংশোধনের প্রতিও পূর্ণ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন এবং তাদের জন্যও দোয়া করতে থাকা উচিত। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের তৌফিক দিন-আমরা যেন নিজেদের অবস্থায় পবিত্র পরিবর্তন সাধন করতে পারি, নিজেদের নামাযকে প্রতিষ্ঠিত করে উচ্চমানে নিয়ে যেতে পারি, নিজেদের সম্পদকেও পবিত্র করতে পারি, নিজেদের চরিত্রকে উন্নতমানে অধিষ্ঠিত করতে পারি, পুণ্যকর্ম সম্পাদনকারী ও এর বিস্তারকারী হতে পারি, মন্দকে প্রতিহতকারী এবং মন্দকর্ম থেকে নিজ প্রজন্ম রক্ষাকারী হতে পারি। মসজিদ নির্মাণের পাশাপাশি ইসলামের সঠিক বাণী এই দেশের নাগরিকদের কাছেপৌঁছাতে পারি এবং তাদেরকে এক-অদ্বিতীয় খোদার উপাসকে রূপান্তরকারী হতে পারি। আর এটি তখনই সম্ভব হতে পারে যখন আমরা নিজেদের মাঝেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করব। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সেই তৌফিক দান করুন। (আমীন)

জরুরী ঘোষণা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আপনারা জানেন যে, গতকাল থেকে 'সত্যের সন্ধানে' প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে। আজ শুক্রবার হুযুর (আইঃ) এর খুৎবা বিকাল ৫ঃ৩০ টায় শুরু হবে। হুযুর(আইঃ) এর খুৎবার পর রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত এবং আগামী ০২ ও ০৩ অক্টোবর, ২০১৯ রোজ শনি ও রবিবার রাত ৭ঃ৩০ থেকে ৯ঃ৩০ পর্যন্ত 'সত্যের সন্ধানে' অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হবে। এবার লণ্ডন স্টুডিও থেকে অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারন করা হচ্ছে। অনুগ্রহপূর্বক আপনাদের নিজ জামা'তে এবং স্ব-স্ব অঞ্চলে এখনই সংশ্লিষ্ট সবাইকে সংবাদটি জানিয়ে দিন। আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীরা যেন নিজেরা বেশি করে এই আয়োজনগুলো মনোযোগ সহকারে দেখেন এবং নিজেদের অ-আহমদী আত্মীয়-স্বজন, পাড়া- প্রতিবেশী আর বন্ধু-সহকর্মীদেরকে এই অনুষ্ঠানগুলো বেশি করে দেখানোর ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সেখ মোহাম্মদ আলী
জেলা মোবাল্লেগ ইনচার্জ বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ

খুতবা সানিয়ায় এ ঘোষণাটি পড়ে শুনানোর জন্য অনুরোধ রইল

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
25 October 2019

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org

From : Ahmadiyya Muslim Mission, Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B